কোয়ান্টাম মেথড-৮

দ্বীনে এলাহীর নতুন সংস্করণ

মুফতী শরীফুল আ'জম

সকল ধর্মের মিশ্রণে একটা নতুন কিছু উদ্ভাবনের দর্শন বা মেথড আবিষ্কার কোয়ান্টামের একক কৃতিত্ব নয়। যুগে যুগে এমন বিকৃত মানষিকতার প্রকাশ বিভিন্ন মহল থেকে হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন বা স্থায়িত্ব কখনও দীর্ঘ হয়নি। এই ময়দানে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে স্মরনীয় হচ্ছে বাদশাহ আকবরের দ্বীনে এলাহী। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দীন আকবরের ঘাড়ে এই ভূত সওয়ার হয়েছিল। বিভিন্ন মহলের অপপ্রচারের কারণে সে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অপর দিকে সে কিশোর বয়সে পাওয়া রাজ সিংহাসন দৃঢ় ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। এর সাথে যোগ হয় এক হাজার বছরের মাথায় ইসলামের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার অপপ্রচার। সব মিলিয়ে নিরক্ষর বাদশাহ আকবর সকল ধর্ম সমন্বয় করে নতুন কোনো মেথড আবিষ্কারের ফন্দি করে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজ দরবারে সকল ধর্মের বিশেষজ্ঞদের আহবান করে ধর্মব্যাখ্যা শুনতে থাকে। এক পর্যায়ে সে নতুন ধর্ম দ্বীনে এলাহীর অবকাঠামো তৈরী করে ফেলে। যেখানে কিছু কিছু আক্বীদা বিশ্বাস ও রীতি নীতি মিশ্রন করে দেওয়া হয়। তবে সিংহভাগ যোগ করা হয় সংখ্যাগুরু হিন্দুধর্ম থেকে। তাই আকবরের দ্বীনে এলাহীর ঝোঁক হিন্দু ধর্মের প্রতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। কোয়ান্টাম মেথড মানুষের সফলতা ও মুক্তির জন্য সেই একই পন্থা বেছে নিয়েছে। সকল ধর্মের কিছু কিছু অংশ এবং বৈজ্ঞানিক থিউরি যোগ করে চালু করেছে নতুন এক মেথড, জীবন দৃষ্টি, নজরিয়া বা ধর্ম।

দ্বীনে এলাহী- থেকে কোয়ান্টাম :

সর্বধর্ম সমন্বয়ে কোয়ান্টামের সাথে দ্বীনে এলাহীর ব্যাপক মিল পাওয়া যায়। যার সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

১. বহুজাতিক জ্ঞান চর্চা:

বাদশাহ আকবরের দরবারে সকল ধর্মের পণ্ডিতদের একত্রিত করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করা হতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী ১/৫৩)

অনুরূপ কোয়ান্টামে সকল ধর্মের নির্জাস. মিশ্রণ করে নতুন এক জীবন যাপনের বিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২. যুক্তি নির্ভরতা :

নতুন ধর্ম দ্বীনে এলাহীর মূল ভিত্তি আকল তথা মানব ব্রেণ নিসৃত বুদ্ধির উপর রাখা হয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী ১/৪২) আর ঐশী বিধানকে 'অন্ধ অনুসরণ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অনুরূপ কোয়ান্টামের ভিত্তিও রাখা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্র কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর উপর। আর ঐশী বিধিবিধানকে পক্ষপাতদুষ্ট মত বা অবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (হাজারো প্রশ্নের জবাব - ১/১৫, ১/৪২৫)

৩. নববিধান

হিজরী দশম শতাব্দীতে একহাজার বছর পার হওয়ায় ইসলামের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে নতুন ধর্ম, নতুন আইন, নতুন মেথড উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভব করেছিল বাদশাহ আকবর। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত ৪/১১১)

অনুরূপ কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের যুগে পুরাতন ধর্মবিধানকে নতুন জামা পরিধান করানোর উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। বলা হচ্ছে "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।" তারা উদ্ভাবন করেছে নতুন জীবনদৃষ্টি, নতুন মেথড। কুরআন হাদীসের বিধিবিধান তথা শরীয়তে মুহাম্মদীকে তারা মানুষের মুক্তি ও সফলতার জন্য যথেষ্ট মনে করছে না। বরং তারা বলছে যুগের চাহিদা মেটাতে দরকার কোয়ান্টাম উদ্ভাবিত 'দি সায়েন্স অব লিভিং' নামক মিশ্র বিজ্ঞানের। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৫৬, ১/৩০০)

৪. সহস্রাব্দের ডাক :

দ্বীনে এলাহীকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ তথা আলফে সানির নববিধান বা নতুন জীবন দৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় সহস্রাব্দের তারিখ ছাপা হয়ে ছিল এবং আলফী নামে এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। (তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত - ৪/১১১) অনুরূপ কোয়ান্টামকে নতুন সহস্রাব্দের জীবন যাপনের বিজ্ঞান The science of living বলে প্রচার করা হচ্ছে। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-১৪৩) অথচ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত দ্বীন ইসলাম কোনো শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কেয়ামত অবদী আগত সকল মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য ও শিরোধার্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচেছ- "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা সাবা ২৮) ইসলাম বিজ্ঞানের আবিস্কার বা উপকারী দিককে অস্বীকার করে না। কিন্তু জীবনযাপনের ধরন হতে হবে শতভাগ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক।

এক্ষেত্রে শরীয়তকে পাশ কাটিয়ে বিজ্ঞানের অনুসারী হওয়ার অবকাশ নেই। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বিশেষ কোনো যুগে একে অচল অসম্পন্ন মনে করলে ঈমান থাকবে না।

৬. ঈমান ছাড়া সাধনা :

ঈমান আকীদা দুরস্ত করা ব্যতীত বিভিন্ন সাধনা বা রিয়াযাত মুযাহাদা দ্বীনে এলাহীর বৈশিষ্ট।

অনুরূপ কোয়ান্টামেও ঈমান কুফরের ভেদাভেদ ভুলে মৌন সাধণার নি:স্ফল কসরত চলছে। (হাজারো প্রশ্নের জবাব-মহাজাতক ১/১৯৯) অথচ পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, এই আয়াত দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোনো সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়নভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

৭. সূর্য পূজা :

দ্বীনে এলাহীতে সূর্যের পূজা করা হতো এবং বাদশা আকবর নিজে সাংস্কৃতি ভাষায় সূর্যের এক হাজার নামের জপ করতেন। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/২৭)

অনুরূপ কোয়ান্টামেও সূর্য মেডিটেশন নামে বিশেষ সাধণার প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া কোয়ান্টামে বিশেষ জপ নির্ধারণ করা হয়েছে। যাকে কোয়ান্টাধ্বনি বলা হয়। বিশেষ এই ধ্বনি জপতে জপতে আয়ত্বে আনতে পারলে নাকি এই ধ্বনি প্রয়োগ করে কাকতালীয়ভাবে অনেক কিছু ঘটানো সম্ভব। যেভাবে দরবেশ-ঋষিরা সাধনায় লক্ষ লক্ষবার তাদের মন্ত্র জপ করে শক্তি অর্জন করতেন। ঠিক কোয়ান্টাধবনির কার্যকারিতাও তাই। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/১৬৪)

৮.অগ্নি পূজা :

অগ্নি পূজারীদের সাদৃশ্যে বাদশাহ আকবরের শাহী মহলে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবং আগুনকে পবিত্র মনে করে সম্মান করা হত। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/৪৩)

অনুরূপ বান্দরবনের লামায় অবস্থিত কোয়ান্টামের তীর্থস্থান যাকে ওরা মেডিটেশন রিসোর্ট বলে, সেখানে কুন্ডলী জেলে ধ্যান উৎসব শুরু করা হয়। যাকে ওরা Camp Firing বলে থাকে। (প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারীর বক্তব্য) আফসোস আজ মুসলমানরা নিরাময় ও সফলতার সন্ধানে অগ্নিপূজায় পর্যন্ত অংশ নিতে দিধা করছেনা। কোথায় গেল আজ তাদের ঈমানী আত্মমর্যাদা?

৯.বাইবেল প্রচার:

বাদশাহ আকবর বাইবেল ও মহাভারতের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। আর নিজ পুত্র শাহজাদা মুরাদকে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/৪১,৪৩)

অনুরূপ কোয়ান্টাম বেদ, বাইবেল ও ধম্মপদের অনুবাদ প্রচার করে যাচ্ছে এবং এগুলোর মর্মবাণী অনুধাবনের জন্য সকলকে আহবান করে চলছে। (কো.কণিকা-৮)।

১০. পর্দা:

দ্বীনে এলাহীতে নারীদের পর্দার বিধান রহিত করে দেয়া হয়েছিল। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী-১/২৮)

অনুরূপ কোয়ান্টামে নারী পুরুষের যেভাবে অবাধ মিলন মেলা চলছে সেখানে পর্দার কোন প্রশ্নই আসেনা। সুন্দর করে লিপিষ্টিক মেখে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে নারী, আর দর্শকরা হা করে তাকিয়ে শুনছে তার বক্তব্য। বরং আরো একধাপ এগিয়ে টিনেজ যুবতী মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে কুশল-বিনিময় ও আশির্বাদ দিয়ে সর্বনাশ করা হচ্ছে। (হা.প্র.জ.১/২২১)

অথচ পর্দা ইসলামের একটি ফরজ বিধান। পর নারীকে স্পর্শ করা দূরের কথা, তাদের দিকে তাকানোও ইসলামে নিষেধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। (সূরা আল-আহযাব ৫৯)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এখানে جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচণ। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এচাদরের আকার আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি হযরত উবাইদা সালমানী (রহ.)কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং جلباب এর আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপরের দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে جلباب ও ادناء এর তাফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন। এই আয়াতটি পরিস্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

তাই মহিলাদের শরীর যেভাবে পরপুরুষ থেকে আবৃত করে রাখা ফরজ অনুরূপ

চেহারা আবৃত করাও ফরজ।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হজ্বের সফরে ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক আরোহী অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর চলে আসত তখন আমাদের প্রত্যেকে মাথা থেকে চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলে পুনরায় চেহারা খুলে নিতাম। (আবু দাউদ হাদীস নং ১৮৩৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৯৩৫, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৪০২১)

কুরআন-সুন্নাহর এসকল স্পষ্ট পর্দার বিধান লংঘন করে কোয়ান্টামের ভায়েরা বেপর্দা হয়ে যে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, তা কতটুকু সফলতা বয়ে আনবে একটু ভেবে দেখুন। কোয়ান্টাম তো আপনাদের পাপমুক্ত থাকার কথা বলে থাকে। বেপর্দা নারীপুরুষের কোর্স, গুরুজী কর্তৃক টিনেজ নারীদের মাথায় হাত বুলানোর মত গর্হিত কাজ কি পাপের সংজ্ঞায় পড়ে না?

১১.দাড়িঃ

দ্বীনে এলাহীতে মদ্যপানের বৈধতার পর সবচেয়ে জোর দেয়া হতো যে কাজের তা ছিলো দাড়ি মুন্ডানো। বাদশাহ আকবর ও তার মতাবলম্বী বড় বড় ধর্ম বিশারদগণ পর্যন্ত নিয়মিত গুরুত্বের সাথে দাড়ি মুন্ডন করতো। এর বৈধতা প্রমানের জন্য তারা নানা খোড়া যুক্তি প্রমান পেশ করে থাকতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী- ১/২৬)

অনুরূপ কোয়ান্টামের গুরু নিজেও দাড়ি মুণ্ডন করেন এবং এর বৈধতা প্রমানে জোরালো বক্তব্য রেখে থাকেন। এ সংক্রান্ত কোয়ান্টামের একটি প্রশ্ন-উত্তর এখানে তুলে ধরা হচ্ছে:

প্রশ্নঃ গুরুজী আপনি দাড়ি রাখেন না। আপনার বড় গোঁফ রয়েছে। এটা ইসলামবিরুদ্ধ এই বলে আমার এক বন্ধু প্রায়ই আমাকে বিরক্ত করে। আমি লজ্জিত হই। উত্তর দিতে পারিনা। কিন্তু আমি তাকে কোয়ান্টামে আনতে চাই। এ ব্যাপারে পরিস্কার ভাবে কিছু বললে খুশি হবো।

উত্তরঃ দাড়ির সাথে ইসলামের সম্পর্কটা কতটুকু তা আমাদের বুঝতে হবে। দাড়ি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি সুন্নাত। কিন্তু ফরজ নয় বা ঈমানের অংশ নয়। কাজেই দাড়ি দিয়ে কেউ যদি কারো ঈমান বিচার করতে যান তিনি ভুল করবেন। দাড়ি রাখেন না শুধু এ যুক্তিতেই কাউকে ইসলাম বিরুদ্ধ বলা এটাও হবে একটা ভ্রান্ত কাজ। তবে দাড়ি রাখা সুন্নত এবং যিনি তা পালন করবেন, তিনি সওয়াব পাবেন। কিন্তু দাড়ি ফরজ বা ঈমানের অঙ্গ বা দাড়ি না রাখলে পরিত্রান পাওয়া যাবে না এমন কোন বক্তব্য কুরআন-হাদিসে কোথাও নেই। (হাজারো প্রশ্নের জবাব- মহাজাতক .১/৪২৩)

এই উত্তরের সপক্ষে কোন রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়। এটা সম্পূর্ণ মনগড়া সাজানো বক্তব্য। সমাজে প্রচলিত একটি ভূল ধারণার ভিত্তিতে এ জবাবটি দেয়া হয়ে থাকতে পারে। দাড়ির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা হচ্ছে, দাড়ি রাখা সুন্নাত। অথচ প্রকৃত পক্ষে দাড়ি রাখা হচ্ছে ওয়াজিব। হাদিসে লম্বা দাড়ি রাখার জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়ি লম্বা কর ও গোঁফ খাটো কর। (বুখারী শরীফ কিতাবুল লিবাস) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা গোঁফ কর্তন কর এবং দাড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে অগ্নি পূজারীদের বিরোধীতা কর।(মুসলিম শরীফ পৃ: ১২৯)এ সকল হাদিসে যেখানে জোরালো ভাবে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছে কোয়ান্টাম এর বিপরীত জোরালো ভাবে তা মুন্ডনের যুক্তি পেশ করেছে। হাদিসের এ নির্দেশ অমান্য করে দাড়ি মুন্ডন বা এক মুষ্ঠির কমে কাটা হারাম ও কবিরা গোনাহ। তওবা না করলে সর্বক্ষণ এই কবিরা গোনাহতে লিপ্ত বলে ধর্তব্য হবে, শুধু মুণ্ডনকালীন নয়।

কিন্তু কোয়ান্টামের পক্ষে কি মুশরিক, অগ্নি পূজারীদের বিরোধীতা করে দাড়ি লম্বা রাখা আদৌ সম্ভব হবে? তাহলে তো সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের তেলেসমাতিই ভেস্তে যাবে। তাই রাসূলের নির্দেশ পালনের চেয়ে সকলের মন জয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্ববহ। এটাই কোয়ান্টামের বিজ্ঞান ও বিদ্যানের আসল চেহারা। যেখানে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ পালনকে ঈমানের অংশ নয় বলে, সুন্নাত ভেবে উপেক্ষা করা হয় আর মুনিঋষিদের বাণী, বুদ্ধের দর্শন ও নাস্তিক বিজ্ঞানীদের থিউরিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করা হয়। হাদীস শরীফে পরিস্কার বলা হয়েছে–

"আমি তোমাদের কারো কাছে তার পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র না হলে সে মুমিন হতে পারবে না।" (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৫)

তাই কোয়ান্টামের ভায়েরা ভেবে দেখুন! নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাব্বত বক্ষে ধারণ করে তার নির্দেশকে শিরোধার্য মনে করে দাড়ি লম্বা করবেন নাকি গুরুজীর অনুসরনে তা মুণ্ডনকে বৈধ মনে করবেন?

১২. বাই'আতঃ

দ্বীনে এলাহীতে দীক্ষা গ্রহণের সময় বাদশাহ আকবরের হাতে বাইআত হওয়ার প্রচলন ছিল। উক্ত বাইআতে চারটি বিষয়ের প্রত্যয়ন করানো হতো। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী

১/৬৮) অনুরুপ কোয়ান্টামের গুরু সকল ধর্মের লোককে বাইআত করান এবং বিশেষ প্রত্যয়ন পাঠ করান। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এটি একটি উপযুক্ত হাতিয়ার। এ সকল দিক বিবেচনা করলে মনে হয় কোয়ান্টাম মেথড দ্বীনে এলাহীর নতুন সংস্করণ। তবে এখানে মৌলিক একটি তফাত লক্ষ্য করা যায়, আর তা হচ্ছে, দ্বীনে এলাহীতে সবচেয়ে বেশি হিন্দু ধর্মের আক্বীদা বিশ্বাস ও রিতি নীতি সংযোগ করা হয়েছিল। আর কোয়ান্টামে বৌদ্ধ ধর্মকে সর্বাধিক ফলো করা হয়েছে। কোয়ান্টামের উদ্দেশ্য যদি মানবতার কল্যাণ সাধন হয় তবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিবর্তে সকল ধর্মের লোক কে নিশ্চিত সফলতার রাজপথ ইসলামের দিকে আহবান করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কুফর শিরিকে নিমজ্জিত মানব জাতির মুক্তির জন্য সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে ছিলেন। যার যার ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করেননি। অথবা সকল ধর্মের সমন্বয়ে সহ অবস্থানের কথা বলেননি। তাই এ পথে কখনো সফল হওয়া যাবে না সুখী হওয়া যাবে না। পৌওলিক ও ইহুদী-খ্রিষ্টান সকলকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ দরবারে আসার সুযোগ দিয়েছেন শুধু মাত্র তাদেরকে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি আহবান করার জন্য । সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য নয়। তৎকালীন সকল পরাশক্তিকে তিনি পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাবে সকলকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে সুখ-শান্তি সফলতা পেতে হলে ইসলাম গ্রহণের বিকল্প নেই। রোমের খ্রিষ্টান রাজা হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো এ ধরণের একটি পত্রের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহর বান্দাও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস সমীপে। হিদায়াতের অনুসারীগণের প্রতি সালাম। পরসমাচার: আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। কিন্তু যদি আপনি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্যও আপনিই দায়ী হবেন। হে আহলে কিতাবীগণ এমন সত্যের দিকে আস, যাহার সত্যতা আমাদেরও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা এই, আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে মা'বূদ মনে করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। এবং আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাদের মধ্য হতে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে প্রভু বানিয়ে নিব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা এটা মান্য করছি। (বুখারী শরীফ হাদিস নং-১৩৮৭)

উক্ত পত্রের বক্তব্যের মাঝে কোনো গোজামিল নেই। যার যার ধর্ম পালনের কথাও নেই। বরং স্পষ্টভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান রয়েছে। মানবতার মুক্তির সনদ একমাত্র ইসলাম। অতএব কোয়ান্টামের উচিত সকল ধর্মের তোসামোদী না করে একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যে, সফল হতে হলে সবধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্ম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ জরুরী।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সত্ত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১